কুয়াশা জলছবি

অতনু ঘোষ

টুং। টুং টাং।
খুব আস্তে বাজল একবার। চারদিক বন্ধ।
কোথাও তো পাখাও চলছে না।

টুং। টুং টাং টুং।
ওই আবার!
কিন্তু কোন হাওয়ায় দুলছে কে জানে!

ডাইনিং স্পেস আর ব্যলকনির মাঝে স্লাইডিং দরজার পর্দার রডে লাগানো উইন্ড চাইম। ভারি আত্মিক ধ্বনি। সাতটা চাইমের আওয়াজ শুনে এটা বেছেছিল শম্পা। সিকিমের দোকানী বলেছিল, মাদাম কা কান হ্যায় জবরদস্ত! এখন পাঁচটা কুড়ি। অনেকক্ষণ ঘুম ভেঙেছে। এমন হয় এক একদিন। খাটে শুয়ে কান পেতে থাকে। কখন বাজবে ওই স্বর। সারারাত নিস্তব্ধ থাকার পর। প্রথম মর্মর ধ্বনি। কতদিন ডুকরে কেঁদে উঠেছে ব্যথায়, আনন্দে! শম্পা আরশির বিছানার কাছে আসে। উবু হয়ে মাটিতে বসে। চাদরের নিচে হাত দিয়ে ওর গায়ে সুড়সুড়ি দেয়। মেয়ের শরীর কেঁপে ওঠে। ঘর অন্ধকার। অল্প স্পষ্টতা সবে জানলার কাঁচের ওপর। বিছানার পাশে শম্পা এখনও ছায়ামূর্তি। তবু ন বছরের মেয়ের ভয় নেই। সেই কোন শিশুবেলা থেকে মার কত পাগলামিতে সে অভ্যস্ত। আরশি চোখ খোলে,তাকায়, হাসে,গড়াগড়ি দেয়। শম্পা আরও বেশি উত্যক্ত করে। ওর গা, গলা, পায়ের তলা। আদরে আবেশে আরশি হাত পা ছোঁড়ে, চেঁচায়। শম্পা বিছানায় উঠে মেয়েকে নিজের ওপর তুলে নেয়। বুকে জড়িয়ে ধরে উপুড় হয়ে শোয়। শম্পার বুকের মধ্যে আরশির মুখ। তুমুল আবেগের জোয়ার থামে একসময়। মা মেয়ে শান্ত হয়।

আরশি - মিঠি কালও আসেনি (হাতে গোনে) ন দিন!

শম্পা অবাক।
শম্পা - বলিসনি তো! কি হয়েছে?

আরশি - ওর না। ওর মার। She tried to kill herself

শম্পা চাদরের আড়াল সরিয়ে মেয়ের দিকে তাকায়।

আরশি - ২০ না ২৫টা খেয়ে নিয়েছে একসঙ্গে … sleeping pills

এই শহরের বুকে এমন ঘন কুয়াশা আগে কখনো দেখেনি শম্পা। রাস্তায় আজ কয়েক হাত দূরে সবই ধূসর। কদিন থেকে রাজ্যজুড়ে কুয়াশার দাপট। দৃশ্যমানতা অস্বাভাবিক কম। জারি হয়েছে সতর্কবার্তা। কেজি ক্লাস থেকে শম্পার প্রাণের বন্ধু জয়ী। ওদের বাড়ির ছাদে জলের ট্যাঙ্কের ইটরঙ্গা লালটুকু ছাড়া সবটাই অদৃশ্য। ‘তোর বাচ্চাটা আমায় দিবি?’ জয়ী ভাঙ্গা গলায় বলেছিল - ‘আমার না খুব ছেলের সখ।’ শম্পার ছেলের সঙ্গে জয়ীর মেয়ের বিয়ের ঠিক দুদিন আগে। ওই ছাদের ট্যাঙ্কটা তখনো ছিল লাল। জয়ীর ছোটকা বলত, ওই আমাদের লাল ছুড়া, আমাদের হেডকোয়াটার! ট্যাঙ্কের নিচে দুপাশের সরু পাইপে ঝোলানো হত জরি পাড় ঘেরা পুতুল বিয়ের শামিয়ানা। ওদের চেয়ে দুবছরের বড় ঝিকুটি পাকা আনন্দী বলেছিল, ’ওর কাছে কেন চাইছিস! বরকে বল না, একটা ছেলে দেবে তোকে!’ জয়ী কিছুই বুঝত না। হাসত শুধু। গালে টোল পড়ত আরশির মতোই। কি সরল, নিষ্পাপ ছিল জয়ীটা!

শম্পা রাস্তার কোণ দিয়ে হাঁটছে। বাঁপাশে মাঠের রেলিঙের গায়ে কাঁচের মত স্বচ্ছ শিশির বিন্দুগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ ড্রপার দিয়ে বসিয়ে দিয়ে গেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে এবার। একটা দোকানঘরের কার্নিশের তলায় এসে দাঁড়ায়। ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। শম্পা শাড়ির আঁচল গায়ে জড়িয়ে নিল। কোনো দিন সকালে শাড়ি পরে বেড়াতে বেরোয় না। বরাবর ট্র্যাক প্যান্ট আর টপ। আজ অনেকটা সময় ধরে যত্ন করে শাড়ি পরল। আগে তো কত বিরক্ত হত । কি ঝকমারি শাড়ি পরার! কুচি ঠিক হয় তো আঁচল ঠিক হয় না। কখনো আঁচল ছোট হয়, কখনো বড় হয়ে মাটিতে লুটোয়। সমু একবার বলেছিল, শাড়ি পরে কুয়াশায় তোকে পরির মতো লাগে। তখন শম্পা চোদ্দ পেরিয়ে সবে পনেরোয় পা দিয়েছে। সেই থেকে দিদার কাছে ভালো করে শাড়ি পরতে শিখল। শাড়ি সামলাতে শিখল। সমু ওর ভাইয়ের বন্ধু। শমিতেন্দ্র। বড় অভিমানী, বেহিসেবি, লাগামছাড়া। ভাই কাল ফোন করেছিল। উত্তরবঙ্গে শীত পড়েছে। তেমন জাঁকিয়ে না পড়লেও হাল্কা বৃষ্টি হচ্ছে মাঝেমধ্যে। রাতের দিকে বেশ ঠাণ্ডা। ছোটবেলায় এমন সময় মা ট্রাঙ্ক থেকে পাতলা সুজনি বার করে দিত। সন্ধ্যায় পড়তে বসে শম্পা আর ওর ভাই গায়ে আস্টেপিস্টে জড়িয়ে নিত। কি আরাম!

গায়ের পাশ দিয়ে কি জোরে ছুটে গেল বাইকটা। পিছনের লাল আলোটা মিলিয়ে গেল চোখের সামনে। আশপাশে সব আবছায়া। শম্পা রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথে উঠে এলো। পাতলা চাদরের ওপর ছেঁড়া শতরঞ্জি পাতা। তারই ওপর জড়সড় হয়ে দুটো বাচ্চা। ছয় সাত বছরের হবে। রোজ বেড়াতে বেরিয়ে শম্পা এদের পাশ দিয়ে যায়। ছেঁড়া কম্বলের বাইরে খোলা আকাশের নিচে উঁকি মারছে দুটো ঘুমন্ত মুখ। রাত পেরলেই মহা উৎসব। গাজর ছেঁচা হয়েছে। ঘি, দুধের মাঠা, চিনি মিশিয়ে দিদা তৈরি করবে গাজরের হালুয়া। কদিন থেকেই ঘুরঘুর করছে কচিকাঁচার দল। নলেন গুড়ের পিঠে, পায়েস, পাটিসাপ্টার লোভে। বাবা ফিরবে আজ শহর থেকে। সকাল থেকে কতবার শম্পা বাইরের চাতালে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে দেখেছে মোড়ের বটগাছের দিকে। কত শালিক, টিয়া, ময়না, পায়রা, কাঠবেড়ালি যে ওই গাছে থাকে, শুধু খোঁজ রাখে সমু। ওই গাছের ঝুরির ফাঁক দিয়ে প্রথম দেখা যাবে, বাবা আসছে রিকশায়।পায়ের কাছে খয়েরি হোলডল বেডিং, তারওপর সবুজ ট্রাঙ্ক। বিকেল, সন্ধে পেরিয়ে রাত হল, বাবা এলো না। কে যেন খবর দিয়ে গেল, ঘন কুয়াশায় শহরের ফেরি চলাচল বন্ধ। মাঝনদীতে নাকি দুটো নৌকা আটকে আছে। পরেরদিনও বাবা এলো না। আরও খারাপ খবর এল শুধু। ফেরি চলাচল আজও বন্ধ। কুয়াশার প্রকোপে রাস্তায় আটকা পড়ে আছে হাজারখানেক বাস, গাড়ি, ট্রাক, ভ্যান, অ্যাম্বুলেন্স। ফোন করা হল শহরে। বাবা দুদিন আগে বেরিয়ে গেছে। বলে গেছে, বাড়ি যাচ্ছি। আর কিছু জানে না কেউ। বাড়িতে সবার মুখ শুকনো। আর শম্পার কান্না থামেনি একবারও। শেষে সমু এসে ফিসফিস করে বলল, কাল যাবি? বাবাকে খুঁজতে? চলেই যেত ওরা দুজনে। পরদিন ভোরে। কিন্তু জয়ীকে বলে ফেলল শম্পা। কাউকে বলতে বারণ করেছিল সমু। জয়ী ভয় পেয়ে বাড়িতে বলে দিল। ওদের যাওয়া হল না।

কিন্তু ভাউলা ও আলেক্সান্দ্রোস পারলো। তেও এঞ্জেলোপাউলুসের ‘ল্যান্ডস্কেপ ইন দি মিষ্ট’ ছবির সেই বাচ্চাদুটো। বেরিয়ে পড়লো বাবাকে খুঁজতে। যে বাবাকে তারা কখনো দেখেনি। মা বলেছিল সে নাকি জার্মানিতে থাকে। কত অজানা রাস্তা, গ্রাম, শহর পার করে দুই খুদে চলল কত অচেনা মানুষের দেখানো ইশারায়, কত আলো অন্ধকারের সীমানা পেরিয়ে । কেমন ঘোরের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল শম্পা। হল থেকে

বেরিয়ে শম্পার চোখ ঝাপসা। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সমু শক্ত করে ওর হাত ধরে বলেছিল, আমরাও ওদেরই মত! সারা জীবন খুঁজে বেড়াচ্ছি এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। কিসের খোঁজে বেরিয়েছিলাম মনে পড়েনা আর। এত দিনের ব্যবধানে বদলে গেছে আমাদের মন, চেতনার রঙ। বদলে গেছে দৃষ্টি, অনুভবের স্তর। শুধু আপেক্ষা কবে ওই লোকটার দেখা পাবো যে আমাদের দেখে বলবে - "You're funny kids you know that? It's as if you don't care about time passing, yet I know that you are in a hurry to leave. It's as if you're going nowhere, and yet you're going somewhere…"

'ল্যান্ডস্কেপ ইন দ্য মিস্ট' ছবির দৃশ্য

বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে আরশি শম্পার হাতের একটা আঙ্গুল ধরল। মাঝেরটা। বরাবর এটাই ধরে। মুঠো করে।

আরশি - তোমায় বললাম না, মিঠির মা… tried to kill herself! … কেন জানো?

শম্পা মেয়ের চোখে চোখ রেখেছে।

আরশি - ওর মা সঙ্গে বাবার খুব ঝগড়া হায়েছিল, মানে ভীষণ ঝগড়া। এখন ঠিক হয়ে গেছে। আজ মিঠি এসেছিল। বলল - everything is fine now!

সমু বলতে পারলনা - everything is fine now! শম্পা বুঝত, ওর বাবা সমুকে খুব ভালবাসে। বরাবর বলত, ওর মনটা সবার চেয়ে সাদা। শম্পার চেয়েও সাদা। কিসের ইঙ্গিত ছিল এই কথায়? নাকি, ছিলনা! শম্পা আজও মাঝেমধ্যে ভাবে। বাবা যেদিন চলে গেল, কি আকুল হয়ে কাঁদলো সমু! সারাদিন শুয়ে রইল ওই বটগাছের তলায়। ওর দুঃখে হাহুতাশ করলো শালিক, টিয়া, ময়না, পায়রা, কাঠবেড়ালির দল। তারপর এরকমই এক ভোরে, সমু যেদিন নিজের ইচ্ছেয় হারিয়ে গেল, বাবা শম্পার কানে কানে বলেছিল, ও আছে, ও আছে, কুয়াশায় ঢেকে আছে। সাদা চাদর সরে গেলেই ফিরে আসবে।

আলোকচিত্রঃ লেখক

Copyright © 2020 Atanu Ghosh, Published 31st Dec, 2020.

Atanu Ghosh is a national award winning Indian film director who makes Bengali language cinema. Atanu's films reflect an urge for exploring unique complexities of human behavior pitted against the backdrop of rapidly changing society. His films are known for perceptual precision and economy of expression.